যুগান্তর

তারিখ ...... 7 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১-৬ ......

উচ্চশিক্ষার ইসলামীকরণ

মুক্ত করো হে বন্ধ

এ জেড এম আবদুল আলী

অবিলম্বে একটি শিক্ষানীতি ঘোষণা না করতে পারলে শিক্ষা-দুর্নীতিতে ভরে যাবে দেশটি— এরকমই একটি আভাস পাওয়া গেল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণীতে প্রথম বছরের ভর্তি পরীক্ষায়। ৫০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থীদের ১৩টি ইসলামবিষয়ক প্রশ্ন করা হয়েছিল সেখানে। এমন সব প্রশ্ন যা অনেক মুসলমান ছাত্রের পক্ষেও জবাব দেয়া কঠিন ছিল। ওই ১৩টি প্রশ্নের কয়েকটি নমুনাও দেয়া হল যথা, জীবন্ত কোরআন কে ছিলেন? সন্তানকে কত বছর বয়সে নামাজ পড়ার আদেশ দিতে হবে? বছরে কতবার যাকাত দেয়ার বিধান রয়েছে? কোন কারণে দোয়া কবুল হয় না? হাদিসের সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ কোনটি? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক বলেছেন, মাদ্রাসা থেকে পাস করা ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সুবিধার জন্যই এ ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে। কথাটি ঠিক। একমাত্র মাদ্রাসা থেকে পাস করে আসা ছাত্ররাই সম্ভবত সেগুলির সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছে। কে বা কারা এসব প্রশ্ন করেছেন তা জানার চেষ্টায় একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে সেখানে। কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হবে বলে মনে হয় না। এ জাতীয় অথবা অন্যকোন কারণে আজ পর্যন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন শিক্ষকের কোনরকম শাস্তি হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। মনে আছে আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন পদার্থবিদ্যার শিক্ষক তার ছাত্রছাত্রীদের মুসলমান নাম রাখতে এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে বলেছিলেন। তার ঘোষণা ছিল, যেসব ছাত্রছাত্রী তা করবে কেবল তাদেরই পরীক্ষাতে বেশি নম্বর দেবেন তিনি। মহা হৈ হট্টগোল হয়েছিল তখন সারাদেশে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। মাত্র কিছুদিন আগেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষাতে ৫২ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রথম শ্রেণী দেয়ার বিষয়টি জানাজানি হয়েছিল। কিন্তু সেই বিভাগের কোন শিক্ষকের কোন রকম শাস্তি হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের এটুকু জানা আছে, ওই বিভাগের চেয়ারম্যান সাবেক রাজনৈতিক সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট ছিলেন। অতি চালাক সেই শিক্ষক গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরও প্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই লক্ষ্যে একটি সেমিনারে দেশের সংবিধান ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত বক্তৃতা দেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদকে।

বছর দশ-বারো আগেকার কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকস ছাত্র, বাংলা-ইংরেজি ডিবেটে সর্বদা প্রথম হওয়া, বিরূপাক্ষ পাল বিসিএস পরীক্ষার লিখিত অংশে উত্তীর্ণ হয়ে মৌখিক পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে। সেখানে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি কালেমা জানেন বা পড়তে পারেন কিনা। উত্তরে বিরূপাক্ষ বলেছিলেন, স্যার, আমার নাম বিরূপাক্ষ পাল। পরীক্ষক তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, তার নাম জানতে চাওয়া হয়নি। তিনি কালেমা জানেন কিনা তাই জানতে চাওয়া হয়েছে। বিরূপাক্ষ উঠে দাঁড়িয়ে পরীক্ষার কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন। অতঃপর তিনি দেশ ত্যাগ করেন। তিনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে অধ্যাপনা করছেন। এ ধরনের আরও অনেক ঘটনার কাহিনী আমাদের জানা আছে, সেগুলি লিখে শেষ করা যাবে না। জানি না বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের এই ইসলামী দীক্ষার কাজ আরও কতদিন চলবে? বা কেন চলবে?

এই শেষের প্রশ্ন নিয়েই আমাদের যত দুর্ভাবনা। এ দেশে আজ অনেকদিন ধরে মাদ্রাসা শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত করে তোলার নামে উচ্চশিক্ষার মানকে মাদ্রাসা শিক্ষার পর্যায়ে নামিয়ে আনার একটি প্রচেষ্টা চলছে। বিগত চারদলীয় জোট সরকার সক্রিয়ভাবে সেই চেষ্টা চালিয়ে এসেছে তাদের কাঁধে চেপে থাকা জামায়াতে ইসলামীকে শক্তিশালী করার চেষ্টায়। অবশ্য বিএনপিও বর্তমানে ইসলামী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। তাদের নেতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে তারা বিদায় করে দিয়েছে।

আমাদের জানা প্রয়োজন বর্তমান মহাজোট সরকার দিন বদলের অঙ্গীকার করে ক্ষমতায় এসেও কী এই ইসলামীকরণ সমর্থন করবে? উচ্চশিক্ষার আর তাহলে কিছু রইবে না এদেশে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আজ আর কোন মর্যাদা বিশ্বের দরবারে নেই। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যা এক সময় 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' বলে পরিচিত ছিল তা আজ দাঁড়িয়েছে একটি উচ্চপর্যায়ের মাদ্রাসাতে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সেখানে সত্যেন বসু বা বুদ্ধদেব বসুর মতো কোন শিক্ষক এখন আর নেই। অথচ আমাদের দেশে মেধাবী ছাত্রের অভাব নেই। তবু কোথায় আমাদের দৈন্য? কেন আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে উঠছে না। মনে আছে, দু' হাজার সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে উপস্থিত হয়ে সমবেত ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশে তার বক্তৃতার এক জায়গায় নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন খানিকটা মজা করে বলেছিলেন, 'আধুনিক দর্শন শাস্ত্রের জনক রেনে দেকার্তের বিখ্যাত বাক্য 'Cogito, ergo Sum' বাক্যটি— যার অর্থ 'আমি চিন্তা করি, তাই আমার অস্তিত্ব' একটু বদলে আমি বলতে চাই, 'Dubito, ergo Sum' (আমার সন্দেহ আছে, তাই আমি আছি)। অমর্ত্য এরপর বলেছিলেন, ল্যাটিনটা ঠিক হল কিনা জানি না, তবে আমি মনে করি, 'আমি সন্দেহ করি' এটাই আমার অস্তিত্বের পরিচায়ক।' আরও একটু ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন, ছাত্র এবং শিক্ষক যারা সারাজীবন জ্ঞানান্বেষণ করেন, তাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে কোন কিছুকে যাচাই ছাড়া গ্রহণ না করা। জীবনের সব ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সবকিছুকেই সন্দেহের সঙ্গে দেখতে হবে, সব কিছুই যাচাই করতে হবে। এই যাচাই করে গ্রহণ করাই হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের পূর্বশর্ত, একমাত্র পন্থা। এর কোন বিকল্প নেই, নেই কোন সংক্ষিপ্ত পথ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে ওই তেরটি প্রশ্ন যে শিক্ষক ঢুকিয়েছেন তিনি মনে হয় ওই অন্ধবিশ্বাসের কাছে তার জ্ঞানবুদ্ধি সঁপে দিয়েছেন। আমরা বর্তমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি করব তিনি যেন বিষয়টি খতিয়ে দেখেন এবং যে শিক্ষক ওই প্রশ্নগুলো করেছেন তাকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। আমাদের আকুল আবেদন, এদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আর পিছিয়ে যেতে দেবেন না।

এজেডএম আবদুল আলী : সাবেক সরকারি কর্মকর্তা ও লেখক